স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

১) অতিরিক্ত সচিব	১) প্রশাসন
২) মহাপরিচালক	২) নগর উন্নয়ন
৩) যুগ্মসচিব	৩) উন্নয়ন
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)	৪) পানি সরবরাহ (পাস)
	৫) উপজেলা অধিশাখা
	৬) ইউপি অধিশাখা
	৭) অডিট অধিশাখা
	৮) আইন আধশাখা
ডাইরি নম্বর:	
তারিখ:	স্বাক্ষর

তারিখ:

বরাবর,

সিনিয়র সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার ৭নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ রাকিবুল হাসান রাসেল সরকারী বিভিন্ন অনুদানের টাকা নামে বেনামে আত্মসাৎ এবং ভাতা কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণ তদন্ত পূর্বক প্রতিকারের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা ঝিনাইদহ জেলার, হরিণাকুন্ডু উপজেলাধীন ৭নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ হইতেছি। অত্র ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মোঃ রাকিবুল হাসান রাসেল বিভিন্ন সরকারি বরাদ্দকৃত প্রকল্প অর্থ কাজ না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। যেমন অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্পের শ্রমিকদের তালিকায় চেয়ারম্যানের আত্বীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠ লোকজনের নাম দিয়ে প্রকল্পের কাজ না করে অর্থ আত্মসাৎ করেছে। তালিকায় প্রবাসী, চাকুরীজীবি, স্বচ্ছল ও জেলে থাকা আসামীরাও রয়েছে। প্রকল্প (১) নিচতোলা আমজেদের বাড়ি হইতে মোজামের বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা সংস্কার, এই প্রকল্পের লেবার সর্দ্দার মোঃ রইচ উদ্দীন অনুমান ০৯ পূর্বে সৌদি আরব চলে গেলেও সে প্রবাসে থাকাকালীন তার নামে প্রকল্পের অর্থ উত্তোলন করেছে। প্রকল্প (২) গাড়াবাড়িয়া ওমর আলীর বাড়ি হইতে খাল পাড়া অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার প্রকল্পের লেবার দিয়ে মৎস্য বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের কাজ করিয়াছেন। চেয়ারম্যান কর্মসূচী প্রকল্পের লেবার দিয়ে উক্ত প্রকল্পে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। প্রকল্প (৩) মাঠ আন্দুলিয়া পাঁকা ড্রেন হইতে বিল্লাল হোসেনের জমির অভিমুখে মাঠ নালা সংস্কার প্রকল্পের লেবার সর্দ্দার মোঃ সাহেব আলী হরিণাকুন্ডু থানার একটি মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলে আটক থাকার পরেও তার নামে অর্থ উত্তোলন হয়েছে। অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্পের শ্রমিকদের তালিকায় চাকুরীজীবি, বিত্তশালী, ব্যবসায়ী ও পবাসী লোকজনের নাম দিয়ে উক্ত অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রকল্পের টাকা চেয়ারম্যান আত্মসাৎ করেছে। তারিখ: ২৮/০৩/২০১৯ ইং ১% বাবদ ১,০০,০০০/- টাকা সোনালী ব্যাংক, হরিণাকুন্ডু শাখা, ঝিনাইদহ হইতে চেয়ারম্যান ও অত্র ইউনিয়ন পরিষদের সচিব যোগসাজসে উত্তোলন করেছে। এ বিষয়ে আমরা জানতে চাইলে বলে উক্ত টাকা ব্যাংকে আছে। পরবর্তীতে আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে দেখতে পায় টাকা উত্তোলন হয়েছে। উক্ত টাকা কোন প্রকল্পে ব্যয় না করে আত্মসাৎ করেছে। বয়স্ক/বিধবা/প্রতিবন্ধী/মাতৃত্বকালীন ইত্যাদী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান টাকা নিয়েছে। এইসব বিষয়ে আমরা সদস্যবৃন্দ চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাইলে চেয়ারম্যান আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং বলে তোদের বাপের টাকা নাকি তোদের কাছে হিসাব দেব। তোদের ক্ষমতা থাকলে আমার কিছু করে দেখা। চেয়ারম্যানের নিজস্ব সন্ত্রাসী বাহিনীর জন্য অত্র ইউনিয়নের সাধারন জনগণ ভয়ে মুখ খুলতে পারে না। চেয়ারম্যানের দূর্নিতির বিষয় একাধিক জাতীয় পত্রিকা ও সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

অকএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে, উপরোক্ত বিষয় ও বিবরণের আলোকে তদন্ত পূর্বক প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

স্থানীয় সরকার বিভাগ